মুজিবনগরে খুচরা সার সরবরাহের দাবিতে ইউএনও ও কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি

মুজিবনগরে খুচরা পর্যায়ে বিক্রেতাদের সার সরবরাহের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সমিতির উদ্যোগে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন, সহ-সভাপতি আবু সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক কলিমুদ্দিন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হলেও ওই সময় তারা দুজনই অফিসে না থাকায় স্মারকলিপি দুটি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, কৃষি অফিসে খুচরা সার বিক্রেতাদের তালিকা রয়েছে। তবে যারা আজ স্মারকলিপি দিয়েছেন, তারা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করেন। তাঁর দাবি, এভাবে সার বিক্রি করা আইনগতভাবে অপরাধ।

এ সময় খুচরা সার ও বালাইনাশক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সোহরাবদ্দীন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামকে বলেন, খুচরা পর্যায়ে সার বিক্রির সুযোগ না দেওয়া হলে তারা পুরো উপজেলার সার ও বালাইনাশকের দোকান বন্ধ করে দেবেন।

জীবননগরে খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সার নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন জীবননগর উপজেলার খুচরা সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীরা।

গতকাল সোমবার দুপুর বারোটায় জীবননগর উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নতুন সার নীতিমালা ২০২৫ বাস্তবায়ন হলে খুচরা সার ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়বেন এবং সার বিপণন ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে বলেও দাবি করেন তারা। এ সময় বক্তারা নীতিমালা বাতিল করে মাঠপর্যায়ের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় যুক্তিযুক্ত বিকল্প নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান।

পরে ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার ব্যবসায়ী নেতা আলমগীর হোসেন, আব্দুল কাদের, বাবুল আক্তার, জহুরুল ইসলামসহ অন্যান্য বক্তারা জানান, কৃষকদের কাছে সঠিক সময়ে সার পৌঁছে দিতে খুচরা ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ করে নতুন নীতিমালা চাপিয়ে দিলে মাঠপর্যায়ে সার সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কর্মসূচিতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শতাধিক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখা ও টিও লাইসেন্সের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সাইমুর রহমান বাদশা, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন পান্নু, ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান, উজ্জল হোসেন, জিল্লুর রহমান, হারুন-অর রশিদসহ উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি কৃষি উপদেষ্টা এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন দেশের খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স স্থগিত করা হবে। এটা বাস্তবায়ন হলে দেশের ৪৪ হাজার ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারসহ ৫ কোটি কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেশের তৃণমুলে পড়বে।

তাই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার আহ্বান জানানো হয়। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষি সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে কালো বাজারে

পাচারের সময় সার জব্দ, খুচরা ব্যবসায়ীকে জরিমান

মেহেরপুরের গাংনীতে কালো বাজারে সার পাচারের অভিযোগে মের্সাস আলীম ট্রেডার্সের মালিক বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মাহাবুব হাসানকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। একই সাথে উদ্ধার হওয়া ১২ বস্তা টিএসপি সার স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সরকারি মূল্যে তাৎক্ষণিক বিক্রি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে খবর পেয়ে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে সার ডিলারকে এ দন্ড দেয়া হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: আনোয়ার হোসেন।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: আনোয়ার হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার বিএডিস’র ডিলারের সার খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে পাচারের সময় জনতা সারসহ একটি ভ্যান আটক করেন এবং গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসকে খবর দেন। উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে আসেন।

পরে সার ব্যবস্থাপনা সংশোধনী আইন ২০১৮ এর ৪ ধারায় দোষী সাবস্থ হওয়ায় খুচরা সার ব্যবসায়ী মের্সাস আলীম ট্রেডার্সের মালিক বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মাহাবুব হাসানকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড ও উদ্ধার হওয়া ১২ বস্তা টিএসপি সার স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সরকারি মূল্যে তাৎক্ষণিক বিক্রি করেন।

এদিকে স্থানীয় কৃষকের জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য স্থানে কালো বাজারীর মাধ্যমে পাচার হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভক্সপপ- ৬ জন (প্রথমজন- মাহাবুব হোসেন খুচরা সার ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় ব্যক্তি-মালবহনকারী, পরের গুলো স্থানীয় বিএনপি নেতা ও কৃষক)।

সার কালোবাজারী সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য কৃষি বিভাগ চেষ্টা করছে বলে জানান, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ খুচরা সার ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় চুরি করে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে উচ্চ মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে খুচরা সার ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়। এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু।

জানা গেছে, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের বড় গাংনী বাজারে রোমান স্টোরের স্বত্বাধিকারী এস আর রহমান খুচরা সার ও সিমেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন স্থানীয় কৃষকের মাঝে সরকারি সার ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতেন। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নে সার বিক্রি না করে পার্শ্ববর্তী একই ইউনিয়নের নান্দবার গ্রামে একটি খুচরা বিক্রেতার নিকট সরকারি ১০৫০ টাকার চেয়ে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। গতকাল বুধবার দুপুর বিকেল ৪ টার দিকে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আঞ্চলিক যান নসিমনে ৪০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের কাছে ধরা পড়েন।

সার নিয়ে যাওয়া নসিমন চালক সুজন আলী বলেন, ‘গাংনী বাজারে এস আর রহমানের একটি গুদাম থেকে ৪০ বস্তা ডিএপি নিয়ে নান্দবার বাজারের নিয়ে যাচ্ছিলেন।’

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত কৃষি অফিসার মো: মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ডিলার তার পাশের ইউনিয়নেও সার বিক্রি করতে পারবে না। খুচরা বিক্রেতা সার বিক্রির প্রশ্নই আসে না। খবর পেয়ে সারের ডিলার এস আর রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং বিক্রি হওয়া সার জব্দ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি দামে সারগুলো বিক্রি করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু বলেন, ‘সার ব্যবস্থাপনা ২০০৬ এর আইনে ৮ ধারা দোকান মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কখনও সার বিক্রি করবেন না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।’